"সেবার সাথে-সাথে দেহতে থেকে বিদেহী অবস্থার অনুভব বৃদ্ধি করো"

আজ বাপদাদা চারিদিকের নিজের বাচ্চাদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছিলেন, কেননা বাবা জানেন যে আমার এক একটি বাচ্চা, এমনকি সে যদি লাস্ট পুরুষার্থীও হয়, তথাপি সে হলো সমগ্র বিশ্বে সবথেকে বড়-র থেকেও বড় ভাগ্যবান। কেননা ভাগ্যবিধাতা বাবাকে জেনে, চিনে ভাগ্যবিধাতার ডায়রেক্ট বাচ্চা হয়েছে। এইরকম ভাগ্য সমগ্র কল্পে কোনও আত্মার ছিলনা, হবেও না। সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বে তোমাদের থেকেও অধিক সম্পত্তিবান বা ধনবান কেউ হতে পারবে না। সে যতই পদমপতি হোক না কেন, বাচ্চারা তোমাদের খাজানার সাথে কাউকেই তুলনা করা যাবে না, কেননা বাচ্চাদের প্রত্যেক কদমে পদমের উপার্জন হয়। সারাদিনে এক-দুই কদমও যদি বাবার স্মরণে থাকো বা কদম ওঠাও, তো প্রত্যেক কদমে পদম্... তো সারাদিনে কত পদম জমা হবে? দুনিয়াতে এইরকম কেউ আছে কি যে একদিনে পদ্ম গুণ ধন উপার্জন করবে! এইজন্য বাপদাদা বলছেন যদি ভাগ্যবান দেখতে চাও বা রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আত্মা দেখতে চাও তো বাবার বাচ্চাদেরকে দেখো।

এখন বাচ্চাদের কাছে কেবল এক স্থুলধনের খাজানাই নয়, তারা তো কেবলমাত্র ধনবান হয় আর তোমরা বাচ্চারা কতো খাজানাতে ভরপুর হয়েছো! খাজানার লিস্ট তো জানো তাই না? এই স্থুল ধন তো কোনও বড় কথা নয় কিন্তু তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের খাজানা, শক্তির খাজানা, সর্বগুণের খাজানা, খুশীর খাজানা আর সবাইকে সুখ-শান্তির রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য তাদের থেকে যে আশীর্বাদের খাজানা প্রাপ্ত হয়, এই অবিনাশী খাজানা পরমাত্মার বাচ্চাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই। তো বাপদাদার এইরকম খাজানার মালিক বাচ্চাদের প্রতি কতই না আত্মিক গর্ব হয়। বাপদাদা সদা বাচ্চাদেরকে এইরকম সম্পন্ন দেখে এই গীত গাইছেন বাঃ বাচ্চারা বাঃ! তোমাদেরও নিজেদের উপর এতটাই আত্মিক গর্ব অর্থাৎ নেশা আছে তাই না! হাতের তালি বাজাতে পারো। (সবাই তালি বাজালো) দুটি হাতকে কেন কষ্ট দাও, এক হাতের তালি বাজাও। এক হাতের তালি বাজাতে পারো তাই না! ব্রাহ্মণদের সবকিছুই হলো আলাদা। ব্রাহ্মণ শান্তি পছন্দ করে সেইজন্য তালিও শান্তি সহকারে, ঠিক আছে! তাহলে নেশা তো সকলের সবসময় আছেই আর ভবিষ্যতেও থাকবে। নিশ্চিত আছো।

বাপদাদা সময়ের পরিবর্তনের তীব্র গতিকে দেখে বাচ্চাদের পুরুষার্থের গতিকেও দেখছেন। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে জীবন্মুক্ত স্থিতিতে সদা দেখতে চাইছেন। তোমাদের সকলের কাছে এই চ্যালেঞ্জ আছে যে বাবার থেকে মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার এসে গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমাদের তো মুক্তি বা জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেছে তাই না? নাকি প্রাপ্ত হয়নি (প্রাপ্ত হয়েছে) সত্যযুগে বা মুক্তিধামে মুক্তি বা জীবন্মুক্তির অনুভব করতে পারবে না। মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকারের অনুভব এখন এই সঙ্গম যুগেই করতে হবে। এই জীবনে থেকে, অপ্রীতিকর সময়, পরিস্থিতি, সমস্যা, বায়ুমন্ডল ডবল দূষিত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল প্রভাব থেকে মুক্ত, জীবনে থেকে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বন্ধন থেকে মুক্ত, একটাও সূক্ষ্ম বন্ধন যেন না থাকে - এইরকম জীবন্মুক্ত হয়েছো নাকি অন্তিম সময়ে হবে? এখন হবে নাকি অন্তে হবে? যারা মনে করছো - অন্তে নয়, এখনই হতে হবে, হয়ে আছো নাকি হতেই হবে, তারা হাত তোলো। (সবাই হাত তুলেছে) দুটো মিক্স করে হাত তুলছে, চালাক আছে। চালাকি যদিও করো কিন্তু বাপদাদা এখন স্পষ্ট করে শোনাচ্ছেন, অ্যাটেনশন প্লিজ। বাবাকে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে বন্ধনমুক্ত, জীবন্মুক্ত বানাতেই হবে। যেকোনও বিধিতেই হোক, বানাতে অবশ্যই হবে। তোমরা জানো যে - কি বিধি আছে? এতটা তো চতুর তোমরা তাই না! তো হতে তো তোমাদেরকে হবেই। চাও বা না চাও, হতে তো হবেই। তাহলে কি করবে? (এখনই হবো) তোমাদের মুখে গোলাপজাম - সকলের মুখে গোলাপজাম এসে গেছে তাই না। কিন্তু এই গোলাপজাম হলো - এখন বন্ধনমুক্ত হওয়ার। এমন নয় যে গোলাপজাম খেয়ে নেবে।

হল্ - এর শোভা খুব ভালো লাগছে। একদম মালার মত লাগছে। এখান থেকে এসে দেখো তো দেখবে একদম মালার মতো দেখাচ্ছে। যারা চেয়ারে বসে আছে, তাদের মালা তৈরী হয়ে গেছে। ভালো হয়েছে। কারণে-অকারণে যেরকম এখন চেয়ার নিয়েছো না, এইরকমই যখন বাপদাদা সময় অনুসারে ফাইনাল সিটি বাজাবেন যে জীবন্মুক্তির চেয়ারে বসে যাও তখন বসবে নাকি এখন চেয়ারে বসে আছো? এমন নয় যে, যারা মাটিতে বসে আছে তারা চেয়ারে বসবে না, প্রথমে তোমরাই বসবে। মাটিতে বসা - এটা হলো তপস্যার লক্ষণ। সুস্থ শরীরের লক্ষণ। হেল্থ-ও আছে, তপস্যার দ্বারা খাজানার

ওয়েল্থ-ও আছে তো যেখানে হেল্থ আছে, ওয়েল্থ আছে সেখানে হ্যাপী তো আছেই। তো ভালো হয়েছে - হেল্দী আছো, ওয়েল্দী আছো।

তো বাপদাদা আজ দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে তিন প্রকারের স্টেজ রয়েছে। এক হলো - পুরুষার্থী, তাতে পুরুষার্থীও আছে আর তীব্র পুরুষার্থীও আছে। দ্বিতীয় হলো - যারা পুরুষার্থের প্রালব্ধ জীবন্মুক্ত অবস্থার স্টেজে অনুভব করছে। কিন্তু লাস্টের সম্পূর্ণ স্টেজ হলো - দেহতে থেকেও বিদেহী অবস্থার অনুভব। তো তিন প্রকারের স্টেজ দেখছিলেন। পুরুষার্থের স্টেজে বেশী আত্মা দেখেছেন। প্রালব্ধ হলো জীবন্মুক্তির, প্রালব্ধ এটা নয় যে সেন্টারের নিমিত্ত বা ভালো স্পিকার হওয়ার বা ড্রামা অনুসারে আলাদা-আলাদা বিশেষ সেবার নিমিত্ত হওয়ার... এটা প্রালব্ধ নয়, এটা তো হলো আরও উন্নতি করার লিস্ট কিন্তু প্রালব্ধ হলো জীবন্মুক্তি। কোনও বন্ধন থাকবে না। তোমরা একটা চিত্র দেখিয়ে থাকো যেখানে এক সাধারণ অজ্ঞানী আত্মা কত দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। সেটা হলো অজ্ঞানী আত্মাদের জন্য লোহার শৃঙ্খল। মোটা মোটা বন্ধন। কিন্তু জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চাদের খুব সূক্ষ্ম আর আকর্ষণীয় সুতো রয়েছে। লোহার শৃঙ্খল এখন নেই যে দেখা যাবে। এই বন্ধন অত্যন্ত সূক্ষ্মও আবার রয়্যালও। পার্সোনালিটি ফিল করা আত্মাও আছে, কিন্তু সেই সূতো দেখা যায় না, নিজের ভালো অনুভব হয়। ভালো নয় কিন্তু অনুভব এমন হয় যে আমি খুব ভালো। আমি অনেক উন্নতি করছি। তো বাপদাদা দেখছেন - এই জীবন বন্ধের সূতো মেজরিটির মধ্যে আছে। তা এক হোক বা অর্ধেক, কিন্তু জীবন্মুক্ত স্থিতি খুব খুব কম আত্মার মধ্যেই দেখা গেছে। তো বাপদাদা দেখছেন যে হিসাব অনুসারে এই সেকেন্ড স্টেজ হলো জীবন্মুক্ত, লাস্ট স্টেজ তো হলো - দেহ থেকে আলাদা বিদেহী ভাব। সেই স্টেজ আর যে স্টেজ শোনালাম তার জন্য আরও অনেক অনেক অনেক অ্যাটেনশন চাই। সব বাচ্চা জিজ্ঞেস করে ১৯৯৯ সাল এলে কি হবে? কি করবো? কি করবো, কি করবো না?

বাপদাদা বলছেন ৯৯ সালের চক্করকে ছাড়ো। এখন থেকেই বিদেহী স্থিতির অনেক অনুভব চাই। যেরকম পরিস্থিতি আসছে আর ভবিষ্যতে আসবে তাতে বিদেহী স্থিতির অভ্যাস অনেক চাই। সেইজন্য অন্যান্য সকল কথা ত্যাগ করে এটা তো হবে না, এটা তো হবে না!... কি হবে, এই কোশ্চেন ছেড়ে দাও। বিদেহী থাকার অভ্যাসী বাচ্চাদেরকে কোনও পরিস্থিতি বা কোনও প্রকারের দোলাচল প্রভাব ফেলতে পারবে না। যদি প্রকৃতির পাঁচ তত্বও ভালোভাবে অস্থির করার প্রচেষ্টাও করে কিন্তু বিদেহী অবস্থার অভ্যাসী আত্মা একদম অচল-অনড় এমন পাশ উইথ অনার হবে যে সকল পরিস্থিতি পাস দিয়ে চলে যাবে কিন্তু সে ব্রহ্মা বাবার সমান পাশ উইথ অনার, প্রমাণ করে দেখাবে। বাপদাদা সময়ে সময়ে ইশারা দিচ্ছেন আর দিতেও থাকবেন। তোমরা চিন্তাও করো, প্ল্যানও বানাতে থাকো, বানাও। যদিও চিন্তা করো কিন্তু - 'কি হবে!...' এইরকম আশ্চার্যান্বিত হয়ে নয়। বিদেহী সাক্ষী হয়ে চিন্তা করো কিন্তু চিন্তা করে, প্ল্যান বানিয়ে সেকেন্ডে প্লেন স্থিতি বানাতে থাকো। এখন প্রয়োজন হলো স্থিতির। এই বিদেহী স্থিতি পরিস্থিতিকে খুব সহজেই অতিক্রম করে ফেলবে। যেরকম বৃষ্টি আসবে, চলেও যাবে আর বিদেহী-রা অচল-অনড় হয়ে খেলা দেখবে। এখন লাস্ট সময়কে নিয়ে চিন্তা করছো কিন্তু লাস্ট স্থিতিকে নিয়ে চিন্তা করো।

চারিদিকের সেবার সমাচার বাপদাদা শুনছেন আর হৃদয় থেকে সকল অক্লান্ত সেবাধারীদেরকে অভিনন্দনও দিচ্ছেন, সেবা খুব ভালো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে করছো আর ভবিষ্যতেও করতে থাকবে কিন্তু সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স কখনও এইদিকে ঝুঁকে পড়ে আবার কখনও ওইদিকে ঝুঁকে পড়ে। সেইজন্য সেবা অনেক করো, বাপদাদা সেবার জন্য মানা করছেন না, আরও জোরদার করো কিন্তু সেবা আর স্থিতির সদা ব্যালেন্স রাখো। স্থিতি বানাতে অল্প পরিশ্রম করতে হয় আর সেবা তো সহজে হয়ে যায়। এইজন্য সেবার বল অল্প হলেও স্থিতির থেকে উঁচু হয়ে যায়। ব্যালেন্স রাখো আর বাপদাদার, সকল সেবাধারী আত্মাদের, সম্বন্ধ-সম্পর্কে আগত ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্লেসিং নিতে থাকো। এই আশীর্বাদের খাতা অনেক জমা করো। এখনকার আশীর্বাদের খাতা তোমাদের আত্মাদের মধ্যে এতটাই সম্পন্ন হয়ে যাবে যে দ্বাপর থেকে তোমাদের চিত্রের দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে। অনেক জন্ম ধরে আশীর্বাদ দিতে হবে কিন্তু জমা এক জন্মেই করতে হবে। এরজন্য কি করবে? স্থিতিকে সদা সামনে রেখে সেবাতে উন্নতি করতে থাকো। কি হবে, এটা চিন্তা ক'রো না। ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্য খুব ভালো, ভালোই হবে। কিন্তু ব্যালেন্স রাখা আত্মাদের জন্য সদা ভালো হবে। ব্যালেন্স কম থাকলে কখনও ভালো, কখনও অল্প ভালো। শুনেছো, কি করতে হবে? কোশ্চেন মার্ক চিন্তা করার হিসাবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিন্তা করা ফিনিস করো, এটা তো হবে না, এটা তো হবে না....! এই চিন্তা স্থিতিকে উপর নিচে করে দেয়। বুঝেছো।

আচ্ছা - বিদেশের গ্রুপ ওঠো। বিদেশেও একটি বিশেষত্ব বাপদাদার খুব ভালো লাগে। সেটা কি? সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক আছে যে বিদেশের প্রতিটি কোণে কোণে বাবার স্থান বানাবে আর প্র্যাক্টিক্যালে বানিয়েছেও। এই বছর কতগুলি নতুন স্থান বানিয়েছো? (১২-১৫) ভালো উৎসাহ আছে যে বাবার সন্দেশ চারিদিকে পৌঁছে যাবে। এই লক্ষ্য খুব ভালো।

যেখানেই যায় সেখানে কাউকে না কাউকে নিমিত্ত বানানোর সেবার লক্ষ্য ভালো রাখে। এই বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকে যতটা সম্ভব নিজেকে নিজেই সেবার নিমিত্ত বানানোর অফার-ও করে আর প্র্যাক্টিক্যালেও করে। এটাই ভাবে করে যে প্রত্যেক বাড়িতে বাবার ঘর থাকবে, এই উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো। সেইজন্য এই উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য বাপদাদা আরও অ্যাডভান্স এগিয়ে যাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাপদাদা বিদেশী অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরকে এটাই বলছেন যে এখন সেবা আর বিদেহী অবস্থাতে নম্বর ওয়ান বিদেশী বাচ্চাদেরকে হতেই হবে। হতে হবে - কবে? ১৯৯৯ সালে নাকি ২০০০ সালে হতে হবে? কবে নয়, এখন। অব্যক্ত বাবার পালনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে। যেরকম ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত হয়ে বিদেহী স্থিতির দ্বারা কর্মাতীত হয়েছিলেন, তো অব্যক্ত ব্রহ্মার বিশেষ পালনার পাত্র হয়েছো, সেইজন্য বাবাকে অব্যক্ত পালনার রেসপন্স দেবে - বিদেহী হওয়ার, সেবার আর স্থিতির ব্যালেন্সের। ঠিক আছে, রাজী আছো? করতেই হবে। বাপদাদা এটা চিন্তা করেন না - দেখবো, চিন্তা করবো। না। করতেই হবে। নিজের ভাষাতে বলো - করতেই হবে। টিভি তে যারা দেখছো, তোমরাও সবাই এটা বলছো তাই না? বাপদাদা দেখছেন। ভারতেও দেখছেন, ফরেনেও দেখছেন যে সকলে উৎসাহের সাথে বলছে, আমি করবো, আমি করবো। আমাদেরকে করতেই হবে। তোমাদেরকে অ্যাডভান্স অভিনন্দন জানাই। আচ্ছা।

(বিদেশ থেকে অনেক ভাই-বোন প্রথমবার এসেছে, রিট্রিটে আগত গেস্টও বসে আছে)

খুব ভালো - সবাই নম্বর ওয়ানে আসবে। খুব ভালো, অতিথি হয়ে এসেছিলে আর বাবার বাচ্চা অধিকারী হয়ে গেছো। অধিকারী হয়ে গেছো তাই না? অধিকারী হয়েছো? খুব ভালো, এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকো।

হসপিটালের ট্রাস্টির সাথে :- সবাই হলে ডবল ট্রাস্টি। এক হলো প্রবৃত্তিতে থেকেও ট্রাস্টি আর দ্বিতীয় হলো হসপিটালে ট্রাস্টি রয়েছো। হসপিটালেও ট্রাস্টি তো জীবনেও ট্রাস্টি। খুব ভালো । হসপিটালে আত্মাদেরও সেবা করছো আবার শরীরেরও সেবা করছো। তাহলে ডবল সেবা হচ্ছে, সেইজন্য যারা নিমিত্ত আত্মা হয়েছো, তোমাদেরও ডবল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে। খুব ভালো প্ল্যান বানিয়েছো। সেবার চান্স নেওয়া, এটাই হলো চ্যান্সেলার হওয়া। লৌকিক চ্যান্সেলার নয়, আধ্যাত্মিক ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার। খুব ভালো ।

(অস্ট্রেলিয়ার আত্মারা অলিম্পিক গেমের সময় বড় প্রোগ্রাম করার প্ল্যান বানাচ্ছে, বাপদাদাকে প্ল্যান দেখিয়েছে) যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে আর সকলের একমত আছে। তো যেখানে একমত আছে আর উৎসাহ উদ্দীপনা আছে তো সফলতা আছেই। খুব ভালো, করতে পারো। ফরেন-এ নাম প্রসিদ্ধ করো। খুব ভালো।

যারা ভারত থেকে এসেছো, তো ভারতীয়দের তো বিশেষ নেশা আছে যে বাপদাদা অবতীর্ণও ভারতেই হন আর যদি মিলন করতে আসেন তখনও ভারতেই আসেন। তাই ডবল নেশা আছে তাই না! ভারতীয়রাই বিদেশে সন্দেশ পৌঁছে দিয়েছে, তো ভারত বিদেশেও নিজের পরিবারকে খুঁজে বের করে এক পরিবার বানিয়ে দিয়েছে। এইজন্য ভারতবাসী বাচ্চাদের সদা মহত্ব আছে আর ভারতের মহত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে তো ভারতবাসীদের মহত্ব তো আছেই। এইজন্য যেসমস্ত নতুন পুরানো বাচ্চা এসেছো তারা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে পৌঁছে গেছো, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের স্নেহ আর চারিদিকের সেবার সহযোগকে দেখে খুশী হচ্ছেন আর বাচ্চারাও সদা খুশীতে আছে। খুশীতে আছো তাই না? কখনও খুশী কম যেন না হয়। এ হলো বাবার স্পেশাল খাজানা। সেইজন্য খুশী কখনও হারিয়ে ফেলবে না। সদা খুশী। আচ্ছা।

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, সর্ব শ্রেষ্ঠ খাজানার মালিক, সদা সেবা আর স্থিতির ব্যালেন্স রাখা জ্ঞানী তু আত্মাদেরকে, সর্ব শক্তি সম্পন্ন আত্মাদেরকে, সদা বন্ধনমুক্ত, জীবন্মুক্ত আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- পরমাত্মার কাজে সহযোগী হয়ে সকলের সহযোগ প্রাপ্তকারী সফলতা স্বরূপ ভব

যেখানে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, সেখানে সফলত স্বয়ং নিকটে এসে গলার মালা হয়ে যায়। কোনও বিশাল কাজে প্রত্যেকের সহযোগের আঙুল চাই। সেবার চান্স সকলের আছে, কেউ কোনও বাহানা দিতে পারবে না যে আমি করতে পারবো না, সময় নেই। উঠতে বসতে ১০-১০ মিনিটও সেবা করো। শরীর সুস্থ না থাকলে ঘরে বসে করো। মন্সা দ্বারা, সুখের বৃত্তি, সুখময় স্থিতির দ্বারা সুখময় সংসার বানাও। পরমাত্মার কাজে সহযোগী হও তো সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ- প্রকৃতিপতির সিটের উপর সেট হয়ে থাকো তো পরিস্থিতিগুলিতে আপসেট হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;